প্রথম সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪, শ্রাবণ-পৌষ ১৪৩১

এমআরএ পরিক্রমা

Microcredit Regulatory Authority

এমআরএ ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা

এমআরএ-আইএফসি আয়োজিত Dissemination workshop

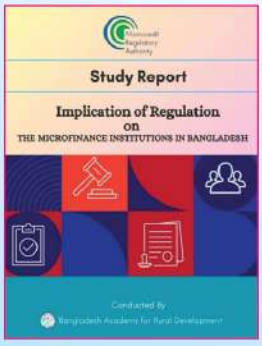

"Implication of Regulation on the Microfinance Institutions in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণাপত্র

বিভাগওয়ারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি পরিচালনা বোর্ড

১	চেয়ারম্যান	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
২	সদস্য	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৩	সদস্য	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
৪	সদস্য	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
৫	সদস্য সচিব	এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, এমআরএ

ড. আহসান এইচ মনসুর, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং মাইক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান; ১৩ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৭৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় তিনি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (অর্থ-হিসাব) এ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করেন। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, জর্ডান, কুয়েত, ওমান, সুদান, ইয়েমেনে আইএমএফ এর আবাসিক প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর গবেষণা পত্রগুলি Econometrica, Journal of Economic Theory সহ বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থনীতি এবং স্টক মার্কেট বিষয়ক বইয়ের রিভিউয়ার হিসাবে তিনি কাজ করেন। ইতোপূর্বে তিনি পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ও ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

নাজমা মোবারেক, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; তিনি ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে সচিব হিসেবে যোগদান করেন। তিনি গত ৫ জুন ২০২৪ তারিখে সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ৬ জুন ২০২৩ তারিখ হতে ৩০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এমআরএ পরিচালনা বোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্য।

মোঃ আনোয়ার হোসেন, মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো; তিনি এমআরএ পরিচালনা বোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্য।

মো. ফজলুল কাদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন; ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি পিকেএসএফ এ দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় পরামর্শক হিসেবে তিনি জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, সৌদি আরব, বাহরাইন, জর্ডান এবং মরক্কোয় কাজ করেছেন। তিনি এমআরএ পরিচালনা বোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্য।

ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, এমআরএ এবং সদস্য সচিব, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি পরিচালনা বোর্ড।

সম্পাদকমন্ডলী

সুতপা চৌধুরী, পরিচালক

মুহাম্মদ শাহ জালাল, যুগ্ম পরিচালক

জিনাত আমান বন্যা, যুগ্ম পরিচালক

রনজিত কুমার সরকার, যুগ্ম পরিচালক

সিরাজাম মনিরা, সহকারী পরিচালক

এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ৯ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন-কে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, এমআরএ

এমআরএ তে যোগদানের পূর্বে তিনি সেন্টার অন ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (CIRDAP) এর পরিচালক (গবেষণা) পদে সফলতার সাথে (জানুয়ারি ২০২০-অক্টোবর ২০২৪) দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে এম.এ ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'এগ্রিকালচারাল এন্ড রিসোর্স ইকোনোমিকস' বিষয়ে এমএস এবং পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নকালে তিনি বিশ্বব্যাংকের (ওয়াশিংটন ডি সি) হেডঅফিসে Africa Infrastructure Country Diagnostic Study (AICD) 'র গবেষক হিসেবে ২.৫ বছর নিযুক্ত ছিলেন। বাজার অর্থনীতি উন্নয়ন ও ব্যাষ্টিক অর্থনীতি, সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করেন। সাম্প্রতিককালে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক গবেষণার কাজের সাথেও জড়িত আছেন। এসবের পাশাপাশি বর্তমানে তিনি পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স এর একজন সদস্য হিসেবে এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন কাজের সাথে যুক্ত আছেন। উল্লেখ্য, তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্ম:

-Credit Rationing and Pass-Through in Supply Chains: Theory and Evidence from Bangladesh (with Shahe Emran, Forhad Shilpi, and Dilip Mookherjee), American Economic Journal: Applied Economics, 2021, 13(3): 202–236.

-Decomposing rural income into sectors to identify their likely contributions to rural poverty reduction in Bangladesh (with Nurul Islam), Asia-Pacific Journal of Rural Development, Volume 29, Issue 2, December 2019.

-Editor SAGE Journal

-Asia-Pacific Journal of Rural Development (APJORD) এর এডিটর হিসেবে ২০২০ সাল থেকে তিনি নিয়োজিত আছেন।

বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল কাজে আত্মনিমগ্ন একজন মানুষ ড. হেলাল উদ্দিন। তাঁর নিয়োগের মাধ্যমে অথরিটি প্রথম একজন গবেষককে এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে পেল।

আইন, বিধি ও সার্কুলার

আইন: ১ শ্রাবণ ১৪১৩ মোতাবেক ১৬ জুলাই ২০০৬ তারিখে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (৩২ নং আইন) গৃহীত হয় এবং ২৭ আগস্ট ২০০৬ তারিখে আইনটি কার্যকর হয়। বিদ্যমান আইনের অধিকতর সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।

বিধি: মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয় এবং পরবর্তীতে ২০১৫,২০১৯,২০২০ ও ২০২২ সালে বিধিমালা সংশোধিত হয়। বর্তমানে অধিকতর সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।

সার্কুলার: আইনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এবং ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের দক্ষ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অথরিটি এ পর্যন্ত ৭৮টি সার্কুলার জারি করেছে (ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)। ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে অথরিটি প্রথম সার্কুলারটি জারি করে যাতে ঘূর্ণিঝড় আইলায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নসমূহে কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ আদায় স্থগিতকরণ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়। পরবর্তীতে নারীর ক্ষমতায়ন, সার্ভিস চার্জ, ঋণের সুদ, ঋণ শ্রেণীকরণ, ঋণ যোগ্যতা নির্ধারণসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অথরিটি সেক্টরের কল্যাণে সার্কুলার জারি করে। সর্বশেষ সার্কুলার ছিলো সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত, দুর্যোগকালীন ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান বিষয়ে (২৫ আগস্ট ২০২৪)।

সনদ

সনদ প্রদান: মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখ থেকে সনদ প্রদান শুরু করা হয়। সনদের ইলেক্ট্রনিক ভার্সন ই-সনদ প্রদান শুরু হয় ২০২৩ সালে । অথরিটির আইনের আওতায় ২০০৬, ২০১২, ২০২১ সালে সনদের আবেদন আহবান করে। ২০২৩ সালে অথরিটি হতে সনদ আবেদন উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ৬,৬৪২টি আবেদন নির্ধারিত মানদণ্ডের নিরিখে যাচাই বাছাই করে ৮৯৯টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদান করা হয়েছে। তবে, সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে ৭১৯টি। সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তথ্য (সনদপ্রাপ্ত, সনদ বাতিল, সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত) অথরিটির ওয়েবসাইট (www.mra.gov.bd) এ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়।

সনদ বাতিল: সনদ বাতিল: অথরিটির আইন ও নির্দেশনা পরিপালন না করায় ও গ্রাহক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ায় অথরিটি এ পর্যন্ত ১৮০টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করেছে। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪ প্রান্তিকে অথরিটি হতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান "মানব সেবা সংস্থা", যশোর (সনদ নম্বর: ০০০০২-০৪৪০২-০০৫৫৬; তারিখ: ১৭ এপ্রিল ২০১১), "বিলহামলা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা" (বি.এস.ডি.এস.) ও আশার আলো সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এ. এস. কে. এস.), বগুড়া (সনদ নম্বর যথাক্রমে: ০১১৮১-০০৪৭৮-০০৪৪২; তারিখ: ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ও নম্বর: ২১১১২-০০১৫৯-০০৭৬০; তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬), "চেতনা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা" (সিএমইউএস) ও "জনসেবা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি" (জেডিএস), বরিশাল (সনদ নম্বর যথাক্রমে: ০১০০২-০১৬৭৩-০০৪৯৪; তারিখ: ২৫ মার্চ ২০১০ ও ২১১১২-০০০৫০-০০৮৭০; তারিখ: ৩ ডিসেম্বর ২০১৯), "উপমা" (উন্নয়নের পথে মানুষ), চট্টগ্রাম (সনদ নম্বর: ০৩৬১৯-০২৭২৩-০০০০৯; তারিখ: ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭), "আদর্শ ফাউন্ডেশন", চুয়াডাঙ্গা (সনদ নম্বর: ০৫৩২৪-০৪৩২২-০০৭০৩; তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩), "হিতৈষী - বাংলাদেশ", ঢাকা (সনদ নম্বর: ০০৩১২-০২৩০৯-০০০০৪; তারিখ: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭), এবং বাগেরহাট এর প্রতিষ্ঠান "উদয়ন-বাংলাদেশ" (সনদ নম্বর: ০৩১৮৩-০০২০৮-০০৬৮৩; তারিখ: ২২ জানুয়ারি ২০১৩) এর সনদ বাতিল করা হয়েছে।

সনদ স্থগিত: জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ প্রান্তিকে কোন প্রতিষ্ঠানের সনদ স্থগিত করা হয়নি।

সাময়িক অনুমোদন: ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠনসমূহের আবেদনের ভিত্তিতে তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয়। কার্যক্রম সন্তোষজনক না হলে অনুমোদন বাতিলও করা হয়।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তন: জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪ সময়কালে অথরিটি কর্তৃক সেন্টার ফর এ্যাকশন রিসার্চ- বারিন্দ (সিএআরবি), সনদ নং-১৭০, ০৮/০৭/২০২৪ তারিখে, পারফেক্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, সনদ নং-৪১৬, ১৪/০৮/২০২৪ তারিখে, সোসাইটি ফর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ ইভ্যালুয়েশন এন্ড ট্রেনিং (সোপিরেট), সনদ নং-২৭৯, ২০/১০/২০২৪ তারিখে, জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম), সনদ নং-২৭৮, ২৮/১০/২০২৪ তারিখে, আলোক বাংলা (এ্যান ইনিসিয়েটিভ টু প্রোমোট পিপলস্ সেলফ-হেলফ), সনদ নং-৮৫৯, ৮/১২/২০২৪ তারিখে এবং গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস), সনদ নং-২০১, ৩১/১২/২০২৪ তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে পর্যবেক্ষক নিয়োগ: ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের টেকসহিতা ও গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার্থে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪ সময়কালে ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনেসিয়েটিভস্ ফর প্রোগ্রামড একশনস্ (উদ্দীপন), সনদ নং-৩-এ পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, সনদ নং-১৯৯-এ পরিচালক জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, সেতু, সনদ নং-৪৯-এ যুগ্ম-পরিচালক জনাব মোঃ মিনহাজুল ইসলাম এবং পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, সনদ নং-২৮-এ যুগ্ম-পরিচালক জনাব পঙ্কজ কুমার পালকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে অনন্য সমাজ কল্যাণ সংস্থা – এএসকেএস, সনদ নং-২৯৮-এর পর্যবেক্ষক হিসেবে পরিচালক জনাব কে. এ. এম. এম রইসুল ইসলাম এবং এইড ফাউন্ডেশন, সনদ নং-৩২-এর পর্যবেক্ষক হিসেবে পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান এর নিয়োগের মেয়াদ ১ বছর করে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

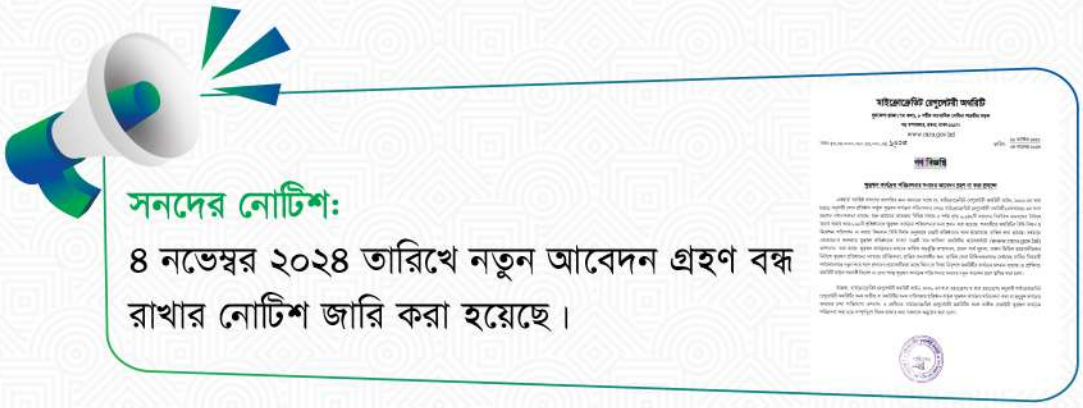

সনদের নোটিশ:

৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে নতুন আবেদন গ্রহণ বন্ধ রাখার নোটিশ জারি করা হয়েছে।

সরেজমিন পরিদর্শন

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করা অথরিটির একটি মূখ্য কাজ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় অথরিটি হতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য ৪০০ টি প্রতিষ্ঠানকে সরেজমিন পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ প্রান্তিকে ২১৭টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম নিয়মিতকরণের জন্য যথাযথ ফলোআপ করা হচ্ছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত মোট পর্যবেক্ষণের ৮৫.২১% ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিতকরণ করা হয়েছে।

গণশুনানি

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় অথরিটি হতে প্রতি মাসে একটি করে গণশুনানি আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪) ৫ টি প্রতিষ্ঠানে (প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি, মানব মুক্তি সংস্থা, সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস), পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি) এবং এইড কুমিল্লা) গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গণশুনানিতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের উল্লেখযোগ্য মতামত:

- মাসিক ঋণের মেয়াদ কমপক্ষে দুই বছর করা;
- গ্রাহক কল্যাণ তহবিলের হার ঋণের ১% এর পরিবর্তে ০.৫% করা;
- গ্রাহককে পর্যাপ্ত ঋণের সুবিধা প্রদান;
- ঋণের আকার বৃদ্ধি করা।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (জিআরএস)

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটিতে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে হতে অনসাইট সুপারভিশন শাখা'র পরিচালকের নেতৃত্বে ০৭ সদস্যের সমন্বয়ে একটি 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)' সংক্রান্ত কমিটি কাজ করছে। এ কমিটি মূলত অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা(অনিক)-কে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অথরিটির নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন অথরিটির আপীল কর্মকর্তা। ২০২৪ সালে সর্বমোট ১৩৩ টি অভিযোগ অথরিটিতে নথিভুক্ত করা হয়, যার মধ্যে আদালতে আইনী প্রক্রিয়ার আওতাধীন ব্যতীত বাকী সব অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। নিষ্পত্তির হার ১০০%। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪ সময়ে মোট ৭৭ টি অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয় এবং সবগুলোই নিষ্পত্তি হয়েছে।

সামাজিক কাজের অনুমোদন

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি গ্রাহকের দারিদ্র বিমোচনকল্পে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে তার আয় উদ্বৃত্ত হতে সামাজিক কাজে ব্যয় এর জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে সামাজিক কার্যক্রমের বিভিন্ন খাত যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক সচেতনতা, বিভিন্ন দিবস পালন, নারীর ক্ষমতায়ন, ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম, শীতবস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যয় অনুমোদন গুরুত্ব পায়। উল্লেখ্য জুলাই ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামাজিক খাতে ব্যয়ের জন্য অথরিটি কর্তৃক মোট ৩৫৪,১৮,১৭,৬১২/- (তিনশত চুয়ান্ন কোটি আঠারো লক্ষ সতের হাজার ছয়শত বারো টাকা) অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

স্থায়ী সম্পদ অর্জন

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তার স্থায়ী সম্পদ যথা ভবন, জমি, গাড়ি ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে অথরিটির পূর্বানুমোদন নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম টেকসই সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যৌক্তিকভাবে ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্তের সর্বোচ্চ ৩৫% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থায়ী সম্পদ অর্জনের অনুমোদন প্রদান করা হয়ে থাকে। অথরিটি কর্তৃক জুলাই ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে স্থায়ী সম্পদ খাতে ২৮৯,০০,৯৮,১০২/- (দুইশত উননব্বই কোটি আটানব্বই হাজার একশত দুই টাকা) অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

দুর্যোগকালীন নির্দেশনা

অথরিটি হতে যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিপদগ্রস্ত মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে। আগস্ট, ২০২৪ এর বন্যায় দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। সার্কুলার লেটার নং-৭৮, তারিখঃ ২৫ আগস্ট ২০২৪ এর মাধ্যমে বন্যায় প্লাবিত জেলাসমূহে ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহকসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে জরুরী খাদ্য, ঔষধসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ, ঋণের কিস্তি আদায় সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ, দুর্যোগকালীন ঋণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অথরিটির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের একদিনের বেতন বন্যা কবলিত জনগণের জন্য প্রদান করেন। এছাড়াও অথরিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিবছর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে গ্রাহকবান্ধব করার লক্ষ্যে ও তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদানকল্পে অথরিটি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সমন্বয় সভার আয়োজন করে থাকে। এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অথরিটির সনদপ্রাপ্ত সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে ২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ১৩ তম এবং ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ১৪ তম ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ শিক্ষা কার্যক্রম, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিষয়ক জেলা সমন্বয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণ, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ, NI Act এ মামলা দায়ের, ঋণ/সঞ্চয়/মুনাফা যথাযথভাবে নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার আলোকচিত্র

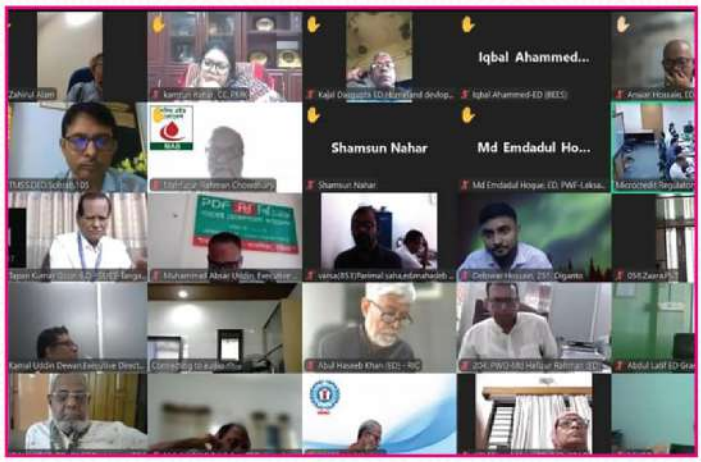

ব্যাংক এমএফআই লিংকেজ

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তহবিল যোগানের বিষয়ে অথরিটি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক ও এনবিএফআই এর সাথে নিয়মিত সমন্বয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদে মোট ২৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি এনবিএফআই এর মাধ্যমে ৮৩টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে মোট ১৮৪টি প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে এই অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ৬৫,১০৪.৬৩ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে।

গৃহায়ন তহবিল

গৃহহীন দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বসতবাড়ি তৈরির জন্য সরকারের "গৃহায়ন তহবিল" কার্যক্রমে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠনগুলো ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গৃহায়ন তহবিল হতে ঋণ গ্রহণের নিমিত্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর ৩৩টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়ন পত্র অথরিটি হতে প্রদান করা হয়। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া ও স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের ঘর তৈরি করার মতো নিজস্ব জমি আছে কিন্তু ঘর নেই অথবা ঘর বসবাসের অনুপযোগী ও জরাজীর্ণ এমন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উক্ত ঋণের সুবিধা ও সুফল ভোগ করছে।

বৈদেশিক ঋণ

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম, আর্থিক সক্ষমতা ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের টার্ম শীটে বর্ণিত শর্ত বিবেচনায় বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের বিষয়ে অনাপত্তি পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। অদ্যাবধি ১৫ টি সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের আবেদনের মধ্যে ১৪ টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে অনাপত্তি পত্র প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের দুটি ত্রৈমাসিকে (জুলাই-ডিসেম্বর) কোনো প্রতিষ্ঠান হতে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের অনাপত্তি পত্র চেয়ে অথরিটিতে আবেদন করা হয়নি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

অথরিটি অর্থায়নকারী সংস্থার চাহিদার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানের ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এ অদ্যাবধি ২০ টি প্রতিষ্ঠানের ঋণপ্রাপ্তির সক্ষমতা বিষয়ে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক একটি প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রাপ্তির সক্ষমতা বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে।

বন্ড মার্কেটের তহবিল

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৪(২)(ঙ) মোতাবেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণযোগ্য তহবিল গঠনের জন্য ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে তহবিল/ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এপ্রেক্ষিতে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো অথরিটি'র অনাপত্তি পত্র নিয়ে পুঁজিবাজার হতেও তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। অথরিটি এখন পর্যন্ত ব্র্যাক, টিএমএসএস, সাজেদা ফাউন্ডেশন,ব্যুরো বাংলাদেশ ও সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস এই ৫টি প্রতিষ্ঠানকে পুঁজি বাজার হতে বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের জন্য অনাপত্তি পত্র প্রদান করেছে যার মধ্যে ৩ টি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে তহবিল সংগ্রহ করেছে। প্রতিষ্ঠান তিনটি ১৬১১.৪ কোটি টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে এ পর্যন্ত ১২১২.৭ কোটি টাকা পুঁজিবাজার হতে উত্তোলন করেছে যা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ তহবিলের ডিসকাউন্ট রেট ৭% থেকে ১০% পর্যন্ত।

এমএফ-সিআইবি

অথরিটিতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের ঋণ তথ্য ভান্ডার এমএফ-সিআইবি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কাজে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা হচ্ছে। এতদসংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি হিসেবে পাইলট কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সারাদেশের ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকের এনআইডি/স্মার্ট কার্ড ভেরিফিকেশন এর কাজ চলমান রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ তথ্য বিধিমালা, ২০২০ জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, এমএফ-সিআইবি'র অপারেশনাল গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং পলিসি গাইডলাইন এর কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও এমএফ-সিআইবি এর ২০২৪-২০২৫ এর কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ তথ্য বিধিমালা, ২০২০

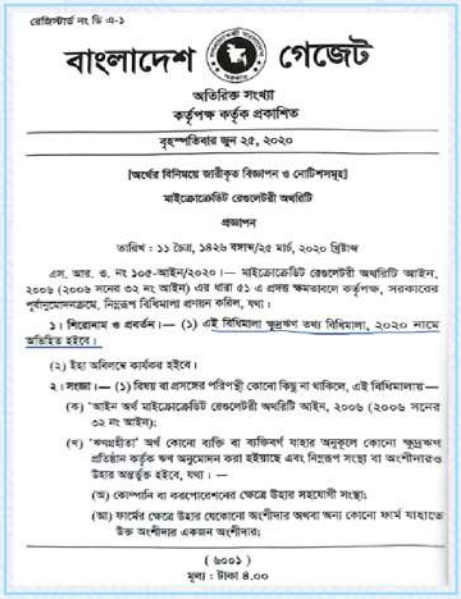

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার জুন ২৫, ২০২০

[অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৫ মার্চ, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ১০৫-আইন/২০২০।— মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ৫১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।— (১) এই বিধিমালা ক্ষুদ্রঋণ তথ্য বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।— (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) 'আইন' অর্থ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন);

(খ) 'ঋণগ্রহীতা' অর্থ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাহার অনুকূলে কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ অনুমোদন করা হইয়াছে এবং নিম্নরূপ সংস্থা বা অংশীদারও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা : —

(অ) কোম্পানি বা করপোরেশনের ক্ষেত্রে উহার সহযোগী সংস্থা;

(আ) ফার্মের ক্ষেত্রে উহার যেকোনো অংশীদার অথবা অন্য কোনো ফার্ম যাহাতে উক্ত অংশীদার একজন অংশীদার;

(৬০০১)

মূল্য : টাকা ৪.০০

অপারেশনাল গাইডলাইন

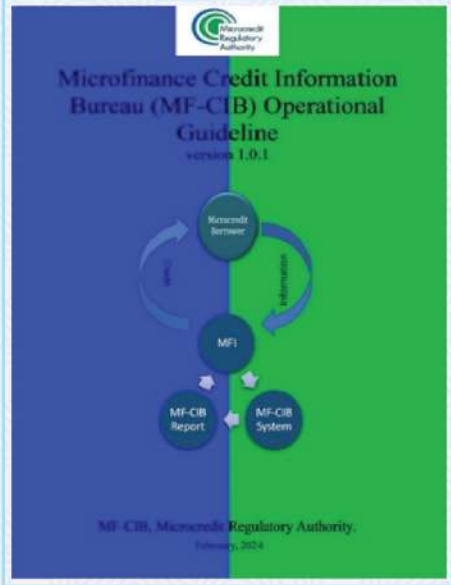

ক্রেডিট রিপোর্ট

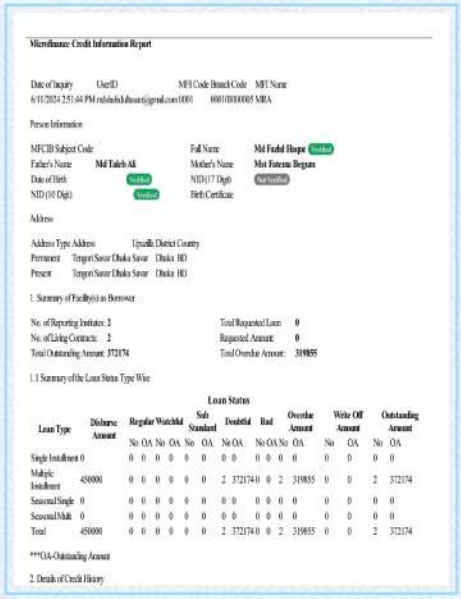

Microfinance Credit Information Report

Date of Inquiry UserID MFI Code Branch Code MFI Name

6/11/2024 2:51:44 PM rubinabidulhasan@gmail.com 0001 0001000000005 MRA

Person Information

MFCIB Subject Code Full Name Md Fazlul Haque (Verified)

Father's Name Md Taleb Ali Mother's Name Mst Fatema Begum

Date of Birth (Verified) NID(17 Digit) (Not Verified)

NID (10 Digit) (Verified) Birth Certificate

Address

Address Type Address Upazila District Country

Permanent Tengori Savar Dhaka Savar Dhaka BD

Present Tengori Savar Dhaka Savar Dhaka BD

1. Summary of Facility(s) as Borrower

No. of Reporting Institutes: 2 Total Requested Loan 0

No. of Living Contracts: 2 Requested Amount 0

Total Outstanding Amount: 372174 Total Overdue Amount: 319855

1.1 Summary of the Loan Status Type Wise

Loan Type	Disburse Amount	Loan Status															
		Regular		Watchlist		Sub Standard		Doubtful		Bad		Overdue Amount		Write Off Amount		Outstanding Amount	
		No	OA	No	OA	No	OA	No	OA	No	OA	No	OA	No	OA	No	OA
Single Installment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multiple Installment	450000	0	0	0	0	0	0	2	372174	0	0	2	319855	0	0	2	372174
Seasonal Single	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seasonal Multi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	450000	0	0	0	0	0	0	2	372174	0	0	2	319855	0	0	2	372174

***OA-Outstanding Amount

2. Details of Credit History

এমআরএ'র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

অথরিটির আইসিটি কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে My Gov Platform, OMS (Office Management System), SIMS (Staff Information Management System), NDB, IMS ইত্যাদি বিষয়ে সভা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। অথরিটির একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট রয়েছে । এটি সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে যার ঠিকানা: www.mra.gov.bd। এছাড়াও সরকারের সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর প্রান্তিকে অথরিটি এমএফআই কে যে সকল সেবা প্রদানের অনুমোদন দেয় সেগুলো My Gov Platform এর মাধ্যমে ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১১টি উদ্যোগ এর আওতাভুক্ত। সেগুলো হলো:

- ❑ উদ্বৃত্ত তহবিল হতে সামাজিক কার্যক্রমে অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন
- ❑ মেয়াদী আমানত গ্রহণের অনুমোদন
- ❑ স্থায়ী সম্পদ (ভবন নির্মাণ) অর্জনের অনুমতি
- ❑ স্থায়ী সম্পদ (জমি/ফ্ল্যাট ক্রয়) অর্জনের অনুমতি
- ❑ স্থায়ী সম্পদ (গাড়ী ক্রয়) অর্জনের অনুমতি

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রাপ্তির সক্ষমতা বিষয়ক প্রত্যয়ন পত্র
- বিভিন্ন সেবা যথা: হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ট্রেনিং সেন্টার/ লার্নিং সেন্টার/ রিসোর্স সেন্টার নির্মাণের জন্য অনুমোদন
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ঋণ নীতিমালা অনুমোদন
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন/সংশোধন
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন
- পুঁজিবাজার থেকে বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের জন্য অনাপত্তিপত্র

এছাড়া, আগারগাঁও এর নতুন ভবনের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এই ভবনে মডুলার ডাটা সেন্টার স্থাপন এবং উন্নত আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জনবল নিয়োগ

মানবসম্পদ শাখা প্রয়োজনীয় শূন্য পদ পূরণের জন্য জনবল নিয়োগ দিয়ে থাকে। নিয়োগ প্রদানের পর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ ও উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কাজও করে থাকে। জুলাই হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ সময়কালে অথরিটিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের কাজ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

(ক) অফিস সহায়ক নিয়োগ: গত ১১ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক ৩ জন অফিস সহায়ক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) প্রশিক্ষণ প্রদান: অথরিটি'র "ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ" সিস্টেম বিষয়ে ৭৯ টি প্রতিষ্ঠানের মোট ১৩৮ জন প্রতিনিধি নিয়ে দুইটি পর্যায়ে ৭-৮ জুলাই ২০২৪ এবং ১৫, ১৭, ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অথরিটির কম্পিউটার ল্যাবে তথ্য প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ সফটওয়্যারের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

জুলাই ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ন্যাশনাল ডাটাবেইজ, ক্ষুদ্র অর্থায়ন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং SIMS (Staff Information Management System) সংক্রান্ত বিষয়ে ১৪৮ টি সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মোট ৪২৭ জন প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান এসকল প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

এমআইএস

অথরিটি ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের সকল তথ্য নিয়মিত বিরতিতে সংগ্রহ করে তা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সংকলন ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এ সংক্রান্ত কাজে "ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ" একটি কার্যকর তথ্য ভান্ডার। দেশে কর্মরত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংক ও সরকারি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের গ্রাহক ঋণ সংক্রান্ত সকল তথ্য উক্ত ডাটাবেইজে রয়েছে। অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ৩০ জুন ২০২৪, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মৌলিক তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

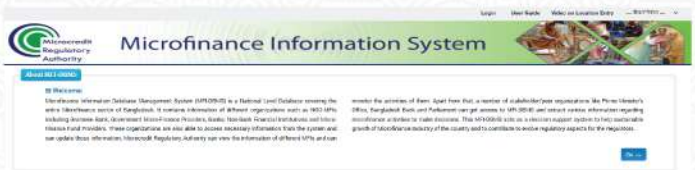

টেবিল: সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের তথ্য

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৪	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
সদস্য	৪,১৫,৫১,৩৬০	৪,২১,৬৮,২৯৬	৪,২৬,৪৯,৮৩৯
ঋণগ্রহীতা	৩,২১,৭৮,৯২৪	৩,১৯,৯০,৮২৫	৩,২৭,৩৯,৫০০
সঞ্চয়স্থিতি (কোটি টাকা)	৬৮,৫৯০.৮৫	৬৯,৯৮৮.০৪	৭২৫৭৬.৪৩
ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	১,৫৯,৩৯৭.০৩	১,৫৬,০৩৮.১৯	১৬৪৫২৩.৬৫

বিভাগওয়ারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব

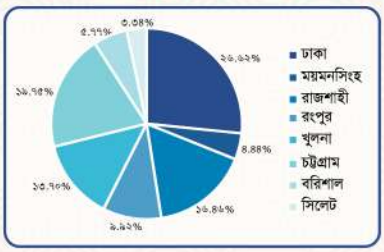

প্ল্যানিং, প্রজেক্ট এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন

অথরিটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কাজ গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করে থাকে। গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের মার্চিং অর্ডারের প্রেক্ষিতে অথরিটি কর্তৃক সময়াবদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৩টি উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন
- ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে প্রদত্ত সেবা ডিজিটাইজেশন ও
- এমআরএ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন

বাংলাদেশের জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নে অথরিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি শাখাকে অথরিটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা নির্দেশিকার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রমে অথরিটি

এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট বিষয়, দারিদ্র্য বিমোচনে এর প্রভাব, SDG বাস্তবায়নে ক্ষুদ্রঋণের অবদান, ক্ষুদ্রঋণ খাতের বিভিন্ন সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও অবদান ইত্যাদিসহ মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অথরিটির অর্থায়নে BARD (Bangladesh Academy for Rural Development) এর মাধ্যমে "Implication of Regulation on the Microfinance Institutions in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণাটি সম্পাদন করে যার উপর ভিত্তি করে পলিসি প্রণয়নের কাজ করা হচ্ছে।

International Finance Corporation (IFC) ও এমআরএ'র যৌথ উদ্যোগে 'Digitalisation of Microfinance Service and Prospects of Micro-housing Loan by MFIs" বিষয়ক গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে IFC ও এমআরএ'র সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণখাতকে ডিজিটাইলাজেশন ও গ্রাহক পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী মাইক্রো-হাউজিং লোন এর জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অথরিটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সাম্প্রতিককালে গবেষণা প্রতিষ্ঠান GIS & IRS, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে "Climate Change- Microfinance in Bangladesh" গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়াও, Impact of Microfinance (Microcredit) in Bangladesh: poverty reduction and women empowerment শীর্ষক গবেষণা কর্মটি চলমান রয়েছে।

IFC আয়োজিত
Dissemination workshop

ক্ষুদ্রঋণের বিধিবিধান

রবিউল ইসলাম
উপপরিচালক

সনদ গ্রহণকারী সব, ক্ষুদ্রঋণের প্রতিষ্ঠান,
আইন-বিধি মেনে চললে,বাড়বে তাদের মান।

মৌলিক কয়েক বিধি নিয়ে, এনালাইসিস হয়,
এসব বিধি করলে পালন, উচ্চ র‍্যাংকিং পায়।

বিধি ২০ এর ভাষ্য হলো,রাখবে রিজার্ভ ফান্ড,
উদ্বৃত্ত হলেই তার, ১০% এর সমান।

২৭ থেকে ৩৫ বিধি,সঞ্চয়ের বিস্তর,
তিন প্রকার সঞ্চয় মিলে,মোট সঞ্চয়ের স্তর।

সাপ্তাহিক সঞ্চয়ে শুরু, স্বেচ্ছা আসে পরে,
মেয়াদী সঞ্চয় নিতে পারে বিধি-২৯ ধরে।

রাখতে হবে তারল্য, শতকরা তার হার
এটা হবে ১০%, মোট সঞ্চয়ের উপর।

ঋণস্থিতির বিপরীতে, এলএলপি দরকার,
ঋণের শ্রেণীবিন্যাসে, নির্ধারিত হার।

বিস্তারিত বলা আছে, বিধি চুয়াল্লিশে,
কোন শ্রেণীতে কত হার, দেয়া আছে ছকে।

প্রতিষ্ঠানের থাকবে জ্ঞান, সকল সার্কুলারে,
এমআরএ যা জারি করে,সময় সময় পরে।

সাস্টেইনএবল প্রতিষ্ঠান, গড়তে যদি হয়,
আইন, বিধি, সার্কুলারে কোন ভীতি নয়।

এমআরএ'র ওয়েবসাইটে,সবই আছে দেয়া
মেন্যু হতে আইন ট্যাবে,গেলেই যাবে পাওয়া।

পড়ে যদি না বুঝো-ধারা, আইন,বিধি
১৬১৩৩ নং হটলাইনে, কল করো জলদি।

৯টা হতে ৫ টার মধ্যে, কল করে নিবে,
স্ব স্ব শাখার কর্তার নিকট, জবাব পেয়ে যাবে।

কথোপকথন

জয় দাশ
অফিস সহায়ক, এমআরএ

আমি সমুদ্র বলছি,
তুমি আকাশ না!!
মনের বিশালতা নাকি তোমাকে আলিঙ্গন দেয়??
হা-হা-হা-হা!
তুমিও-বা কম কিসে সমুদ্র!
তোমার হৃদয়ে ঠাঁয় দিয়েছ তুমি লক্ষ লক্ষ প্রাণ,
তবুওতো তুমি নিশ্চুপ।
তবে মাঝে মাঝে রেগে মাতাল হয়ে যাও বিশাল থেকে বিশালাকার কল্লোলে।
তখন আমি কেবল তাকিয়ে দেখি তোমার সেই উম্মাদনা।
তুমি জানো, আকাশ!
যখন আমি বিষন্নতায় প্লাবিত হই
তখন আমি তোমার পাণে চেয়ে থাকি।
আর তুমি আমাকে অভ্যর্থনা জানাও,
তোমার ঐ ভাড়াটে মিষ্টি চন্দ্রীমাকে দিয়ে।
এত চমৎকার অভ্যর্থনা আমি জীবনেও দেখিনি।
তার শীতল জ্যোৎস্নার স্পর্শে আমার মন খারাপী মুহুর্তেই উধাও।
তুমি আসলেই অদ্ভুত, আকাশ!
বার-বার করে বলি আমাকে ভালোবাসো, ভালোবাসো!!
কে শুনে কার কথা।
জানো, সবাই যখন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে আসে তখন ওরা বলাবলি করে,
তুমি আর আমি নাকি ঐ দূরপ্রান্তে গিয়ে মিলিত হই,
একে অপরকে ভালোবাসতে।
তখন আমার বড্ড হাসি পায়,
তবে শুনতে কিন্তু মন্দ লাগে না।
কেন, এমনটা হতে পারে না আকাশ??

দৈববাণী

রাব্বিউল হাসান শিপন
সহকারী পরিচালক

তোমার শহরের প্রতিটা আনাচে কানাচে
ছড়িয়ে দেবো ফেলু মিত্তির বা মিতিন মাসি
কিংবা ব্যোমকেশ বক্সী;
তাদের অঙ্কুরোদগম হতে থাকুক;
ছড়িয়ে পড়ুক শাখা-প্রশাখাগুলো।
তোমার প্রতিটা সংবাদ জমা করবো
মেরি কুরির ডায়েরিতে
সেখান থেকে ভালোবাসার রেডিয়েশন হোক
রক্ত হোক তুমিময়;
চলতে থাকুক অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন।
শুধু একটিবার রেডিয়েশন শুরু হোক
আমি বারংবার বিভাজিত হবো;
শুধু তোমার মুখ থেকে একটি বার
অন্তত একটিবার
সেই দৈববাণী হোক।

নারী

নাজমা আক্তার
ডিইও

আমি নারী, আমি পারি,
গড়তে ও ভাঙ্গতে, লড়তে ও বাঁচতে।
আমি পারি ভালোবেসে শত্রুকে মনের দুয়ারে ঠাঁই দিতে
পারি শত্রুর সাথে শত্রুতা করে জীবন বাজি ধরতে।

আমি নারী
পারি ভালোবাসতে ও ভালোবাসাতে,
পারি জ্বলতে ও জ্বালাতে।
পারি মালা গাঁথিতে মহানন্দে
স্বর্গীয় প্রেম ছড়িয়ে দিতে ধরণীর তরে।
আমি নারী, আমি পারি,
তবুও অবহেলায় অবহেলিত আমি
পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কন্টক শোভিত নীড়ে।

আজ ধ্বনিত হয় নারীর সাম্য অধিকার,
সকল নারীর সাম্য অধিকার, কোথায়?
হয়তো স্বপ্নালোকে, নয়ত মর্তের পৃথিবীতে ।
রোজ রোজ সভা হয়; সেমিনার হয়,
হয় কত মিটিং ফিটিং।
চাওয়া হয়; বলা হয়,
নারীর অধিকার, মর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা
নারীর অধিকার হবে প্রতিষ্ঠিত যদি থাকে মনুষত্ব।

অবশেষে আজও অবহেলিত
মাতা, ভগ্নী, জায়া।
দুঃখের সাগরে অশ্রু সিক্ত আজও দেখি তারা,
বেদনার নীলে নীলাভ আজও হৃদয় তাদের।
তাইতো গুমরে গুমরে কাঁদে তারা চার দেয়ালের বাঁকে
আজও ৪৭ ভাগ নারী নির্যাতিত হয় চার দেয়ালের মাঝে।
তাদের অশ্রু-ব্যথা, আনন্দমালা চারি দেয়ালে আছে গাঁথা,
নীরবে নিশীতে ঝড়ে শুধু অশ্রু ধারা।

আমার খোঁজে বাবা এবং বাবার খোঁজে আমি

মোহাম্মদ কামাল হোসেন
পরিচালক

১। এসএসসি পরীক্ষার শেষ দিন ছিল উচ্চতর গণিত পরীক্ষা। আমাদের স্কুল হতে সম্ভবত ৭ জন উচ্চতর গণিত এর পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা শেষ, সবাই আনন্দে আত্মহারা। কোন এক দুষ্টু বন্ধু প্রস্তাব দিল, চল সিনেমা দেখতে যাই। সবাই মিলে চলে গেলাম সিনেমা দেখতে। বিকাল ৩টা হতে ৬টা পর্যন্ত সিনেমা দেখে সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ফিরলাম। মা জিজ্ঞেস করল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?" আমি বললাম, 'সবাই মিলে Cantonment গেছিলাম, ঘুরাঘুরি করে আইছি।" মা বললো, "তুই পরীক্ষা দিয়া প্রতি দিন দুপুরে বাড়ি আইয়া ভাত খাছ, আজ সন্ধ্যার পর আইলি। তুই বাড়ি আইয়া ভাত খাইয়া, যেওনো খুশি যাইতি। তুই পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে আইয়ছ নাই, তোর বাপে তোর খোঁজে সৈয়দপুর বাজারে গিয়ে লোক জনরে জিজ্ঞাসা করছে, ইস্কুলে গিয়ে স্যারেরারে জিজ্ঞাসা করছে। কেউ কোন খবর দিতে পারে নাই। তারপর পরীক্ষার সেন্টারে গেছে। কিন্তুক কোন খোঁজ খবর পায় নাই। তোর বাপেসহ আমরা সবাই চিন্তায় অস্থির হইয়া আছি।" আমার মুখে টু শব্দটি নেই। নিজেকে কিছুটা অপরাধী মনে হচ্ছিল। তখন বাবা বাড়িতে নেই। আমার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই সে খবর মা'কে জানিয়ে বাবা আবার বাড়ি হতে বের হয়েগেছে। রাতে বাবা বাড়িতে ফিরে আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। হয়তো আমি বাড়ি ফিরে এসেছি, এটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা!

২। আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করতো আমার এক ফুফাতো ভাই। সে আমার চেয়ে দু-তিন বছরের বড়। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে সে বাড়ী যাবে। তখন আমি ক্লাস ফোর এ পড়ি। আমার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পথে...। আমি তাকে প্রস্তাব দিলাম আমিও তার সাথে তাদের বাড়ীতে অর্থাৎ আমার ফুফুর বাড়ীতে বেড়াতে যাব। দু'জন মিলে গোপনে সিদ্ধান্ত নিলাম একথা কাউকে বলবো না এবং আমার যেদিন পরীক্ষা শেষ হবে, সেও সেদিন বাড়ী যাবে। ধারণা ছিল, বললে মা যেতে নিষেধ করতে পারে। আরো সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে স্কুলের বাইরে অপেক্ষা করবে। আমার পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্র আমরা রওয়ানা হবো। পরীক্ষা শেষ হলে দু'জন মিলে রওয়ানা হলাম। আমাদের স্কুলের পাশেই ছিল বাস স্টেশন। দু'জন মনানন্দে বাসে উঠে গেলাম। বাস চলছে, রাস্তার ধারের গাছ আর ইলেকট্রিক খাম্বাগুলো ঘুরছে, এ যেন এক অন্য রকম অনুভূতি! বাস থেকে নেমে কিছুটা পথ হেটে ফুফুর বাড়ী চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া আর খেলাধুলা করে দিনটা কাটিয়ে রাতে ঘুম দিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর ফুফু জিজ্ঞেস করলেন, "তুই যে আমরা বাড়ীতে আইলি, এই কথা তোর মা'কে বলছ নাই?" আমি বললাম "না"। ফুফু বলল, "তোর বাপে গত রাত ১০টায় বাড়ি ফিরে শুনে তুই পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে যাছ নাই। কোথাও কোন খোঁজ না পেয়ে রাত ১২ টার সময় এখানে আসছিল, এসে দেখে তুই ঘুমাইয়া আছছ। তোরে ঘুমে দেখার পর রাতে চলে গেছে। তুই তোর মাকে বলে আসবি না?" আমি নিশ্চুপ। পরে ফুফুর বাড়ি আরো কয়েক দিন বেড়িয়ে তারপর বাড়ী এলাম। বাবা ব্যবসা করতেন এবং প্রায় সারাদিন বাড়ীর বাইরে থাকতেন। রাত ১০ টা- ১১ টায় বাড়ী ফিরতেন, সাধারণত সকালে দেখা হতো। বাবাকে বাঘের মতো ভয় পেতাম, কিন্তু আমার অপরাধের বিষয়ে বাবা আমাকে কিছুই বললেন না।

৩। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে পড়ি। আন্দোলন চলমান থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ। বাড়ীতে অলস সময় পার করছি। একদিন দুপুর বেলা, পাশের বাড়ীর এক বন্ধুর রুমে একটা বই পড়তে পড়তে একা ঘুমিয়ে পড়ি। বন্ধুর বড় ভাই আমাকে ঘুম হতে ডেকে তুললেন। বললেন, তুমি এখানে ঘুমিয়ে আছ, তোমার বাপে নাকি এক্সিডেন্ট করছে। আমি বাড়ি ফিরে দেখলাম, বাড়ীতে কান্নার রোল পড়েছে। সবাই প্রচন্ড কান্নাকাটি করছে। সবাই বলছেন, বাবা নাকি এক্সিডেন্টে মারা গেছে। বাবা সকালে যে গাড়ীতে উঠেছেন, সে গাড়ীটি এক্সিডেন্ট করেছে, বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন। সকল লাশ ক্যান্টনমেন্ট সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) এ রয়েছে এবং আহতদেরকে কুমিল্লা সদর ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। ছুটলাম সিএমএইচ এ, পথে একজন আমাকে সাইকেলে তুলে নিল। সিএমএইচ এ সর্ব সাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। একজন গার্ডকে অনুরোধ করায় তিনি প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ভিতরে গিয়ে দেখলাম, প্রায় ১৫টি লাশ সারি করে রাখা হয়েছে। এক এক করে লাশের মুখের কাপড় তুলে দেখানো হলো। কিন্তু বাবাকে পেলাম না। অনেক লোকজন, প্রচন্ড ভীড়, যাদের দেখা শেষ হয়েছে আর্মির লোকজন তাদের বের করে দিল। মনে হলো, আর একবার যদি দেখার সুযোগ পেতাম। অতঃপর কিছুটা হতাশা ও কিছুটা আশানুভূতি নিয়ে ছুটলাম সদর হাসপাতালে, আহত বা নিহত কাউকে পেলাম না। বলা হলো, সদর হাসপাতালে কাউকে আনা হয়নি। আবার ছুটলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। গিয়ে দেখলাম, সারি সারি রক্তাক্ত আহত মানুষ। মেডিক্যাল শিক্ষার্থীরা আহতদের জন্য রক্ত সংগ্রহে ব্যস্ত।

ইমারজেন্সি রেজিস্টার চেক করলাম, বাবার কোন খোঁজ নেই। সারা ইমারজেন্সি এলাকা ঘুরে ঘুরে চিকিৎসাধীন রক্তাক্ত আহত দেহগুলো যাচাই করলাম কিন্তু বাবার কোন খোঁজ পেলাম না। কোন খোঁজ না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথে বাড়ীর পথে রওয়ানা হলাম। আমাদের গ্রামের বাস স্টেন্ডে নেমে শুনলাম, বাবা নাকি অন্য গাড়ীতে উঠেছেন। সন্ধ্যায় বাবা বি-বাড়িয়া হতে ফিরলেন। বাড়ীতে বহু মানুষ জমায়েত হলো। শেষ হলো নিহত বা আহত বাবাকে খোঁজার এক ভয়ঙ্কর দিনের!

• মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এর সাথে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির নবনিযুক্ত এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হেলাল উদ্দিন এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

• এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন বিষয়ে আলোচনা সভা

• এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান এর সাথে ১৪ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সিডিএফ এর কর্মকর্তাগণের মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

• ২৯ অক্টোবর ২০২৪, কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলায় এমআরএ আয়োজিত গণশুনানি

• অথরিটির সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে "ক্ষুদ্র অর্থায়ন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

• মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির ওয়েসাইট: www.mra.gov.bd

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: +৮৮ ০২ ৮৩৩৩২৪৫, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৩৩৩২৫৭, E-mail: evc@mra.gov.bd, Web: www.mra.gov.bd, মুদ্রণে: অনিক প্রিন্টিং প্রেস, ২০ বাবুপুরা, কাটাবন, ঢাকা-১০০০